দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

একটি সঠিক সিদ্ধান্ত

কোন কোন এলাকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজও এগিয়ে চলেছে ভালভাবে, কোথাও কোথাও যথেষ্ট সাফল্যও এসেছে, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রমও চালু হয়েছে, দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে, কিন্তু তারপরও দেখা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও বহু কিছু করার বাকি রয়েছে।

নিয়ামত হোসেন

শিক্ষাক্ষেত্রে রয়ে গেছে এখনও অনেক সমস্যা। এক্ষেত্রে রয়েছে বহু কিছুর অভাব। এবারের বন্যায় দেশে বহু বিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়েছে, এটা ছাড়াও দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ হাল– অনেক স্থানে স্কুল নেই, অনেক স্থানে স্কুল আছে তো প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘর নেই, ঘর আছে তো কোথাও বেঞ্চি নেই, কোথাও ছাত্র আছে তো প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। একদিকে এই অবস্থা, অন্যদিকে আরেক চিত্র। প্রতিবছর বহু ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে পাস করে বের হচ্ছে, এদের মধ্যে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার কোন সুযোগই নেই। ভর্তির সঙ্কট। সিট নেই। ভর্তির সময় দেখা যায় আরেক ধরনের সমস্যা। বিশেষ করে রাজধানীর নামকরা স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য দেখা যায় তীব্র প্রতিযোগিতা। রাজধানীর নামকরা বেসরকারী স্কুলগুলোতে 'ভর্তিযুদ্ধ' চলে রীতিমতো। এই 'যুদ্ধ' ইতোমধ্যেই এবার শুরু হয়েছে বলে দৈনিক জনকণ্ঠের অতিসাম্প্রতিক এক রিপোর্টে প্রকাশ। রিপোর্টটি থেকে জানা যায়, অভিভাবক, পিতামাতারা ভাল স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করার জন্য চেষ্টা শুরু করেছেন। ভর্তি ফরম কেনার পাশাপাশি বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে তাঁরা ঘুরছেন শিক্ষার্থীদের তৈরি করার জন্য। যেসব স্কুলে ফরম ছাড়া হয়েছে, সেগুলো থেকেও সংগ্রহের চেষ্টা করছেন, যেগুলো ছাড়েনি, অনেকে সেগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন ভর্তির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য। এসব স্কুলে যত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ছেলেমেয়ে ভর্তির পরীক্ষা দেবে ভর্তির জন্য। এ-ও এক প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা যেন! আমাদের দেশে নির্দিষ্ট কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়, বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ছাত্রছাত্রীদের সামনে। স্কুল পর্যায় থেকে এর শুরু। যাঁদের ঘরে ভর্তি হওয়ার যোগ্য ছেলেমেয়ে আছে তাঁদের ছেলেমেয়ে ভাল স্কুলে ভর্তি করা যাবে কিনা, সেই দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়।

আমাদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের অনেকেই যথেষ্ট মেধাবী এবং সত্যিকার অর্থেই সুশিক্ষিত। তারা শুধু বই মুখস্থ করে শিক্ষিত হয়নি। প্রকৃত শিক্ষায় তারা শিক্ষিত। কিন্তু বিগত দশকগুলোয় শিক্ষিত হিসাবে এমন অনেকেই বেরিয়েছে, যাদের জ্ঞানের বহর প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়বাহী নয়। সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় তাদের অনেকেরই জ্ঞানের ব্যাপারে হতাশাজনক চিত্র ফুটে ওঠে। নকল করে পাস করার ব্যাপারটিও একটি সমস্যা। এতে প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয় না। শিক্ষার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে প্রয়োজন জ্ঞানের অব্যাহত সংযোগ। এর জন্য শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে আনন্দজনক। শিক্ষা শুধু বই মুখস্থ করার ব্যাপার নয়।

শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, 'বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনমতে কাজ চলে মাত্র। কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না। আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটা শিক্ষা পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।'

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক। নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না– বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।'

আমরা একবিংশ শতাব্দীর কথা বলি। একবিংশ শতাব্দী আমাদের দোরগোড়ায়। এই শতাব্দী প্রকৃতপক্ষে হবে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শতাব্দী। শিক্ষার শতাব্দী। উন্নত প্রযুক্তির শতাব্দী। এই শতাব্দীর মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার। প্রয়োজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা। প্রয়োজন সত্যিকার জ্ঞান।

শিক্ষা বিশ্বময় দ্রুত উন্নত হচ্ছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের জগত দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন সেই আলোকে প্রস্তুতি। সেজন্য প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক মনোযোগ অব্যাহত রাখা, শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যাগুলো, এক্ষেত্রের অসঙ্গতিগুলো দূর করার চেষ্টা জোরদার করা। এ জন্য, একই সঙ্গে, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ যাতে প্রকৃত শিক্ষার উপযোগী থাকে সেটি সব সময় নিশ্চিত করতে হবে, শিক্ষাঙ্গনকে সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতির হানাহানি থেকে মুক্ত রাখতে হবে, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে, পড়াশোনার ধারা যাতে অব্যাহত থাকে সেটি নিশ্চিত রাখতে হবে।

সাম্প্রতিক বন্যায় পড়াশোনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যার অজুহাতে পরীক্ষা পিছালে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু পিছিয়ে যাবে। সময় নষ্ট হবে। ছাত্রদের উদ্বেগ বাড়বে। অনেক অভিভাবকের বাড়বে দুশ্চিন্তা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বন্যার অজুহাত দেখিয়ে কোনক্রমেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছানো যাবে না। সিদ্ধান্তটি শিক্ষার চলতি ধারার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত রাখবে, অনেক অবাঞ্ছিত সমস্যা থেকে ধারাটিকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করবে।

বিগত বন্যায় নানা দিকে ক্ষতি হয়েছে আমাদের। কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষতি, অবকাঠামোগত ক্ষতি, আবাসিক গৃহ নষ্ট হওয়ার ক্ষতি, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ দিকের ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষতি হয়ে গেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। দেশে এবারের বন্যায় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু স্কুল। তার ওপর দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল পড়াশোনা। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে কিংবা বন্যার পানিতে ডুবে থাকার কারণে বহু এলাকার স্কুলে ক্লাস করাই সম্ভব ছিল না। তার ওপর বহু এলাকায় ছিল না সহজ কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা। আর যেসব স্কুল ডোবেনি সেগুলোর মধ্যে বহু স্কুল রূপান্তরিত হয়েছিল দুর্গত মানুষদের আশ্রয়কেন্দ্রে। ফলে লেখাপড়া সম্পূর্ণ বন্ধই হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যায়। এই ক্ষতিটা অনেক বড় ক্ষতি সন্দেহ নেই।

অন্যান্য ক্ষতির মতো এ ক্ষতিপূরণের চেষ্টাই এখন জরুরী। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারলে এক্ষেত্রে নতুন করে এই ক্ষতিজনিত কোন সমস্যা দেখা দেবে না। পড়াশোনার সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক চলমানতা ব্যাহত হবে না। লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারলে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারলে পরীক্ষাও যথানিয়মে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ফলে এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়াও স্বাভাবিকভাবে চলবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বন্যার অজুহাত দেখিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছানো যাবে না। পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা নিতে হবে। পড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি রোজার মাসে স্কুল-কলেজ খোলা রাখাসহ প্রয়োজনে বিশেষ আয়োজনে শিক্ষকদের নিজ নিজ স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোচিং ক্লাস শুরু করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসন-পুনর্গঠন কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় তিনি একথা বলেছেন। সভায় তিনি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এখন থেকে বন্যাপ্রবণ এলাকায় স্কুল নির্মাণের জন্য ডিজাইন পরিবর্তন করতে হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলোর পুনর্বাসনের জন্য সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, শিক্ষাকে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় রাখলে চলবে না। এই শিক্ষা যাতে কৃষি উন্নয়নে কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস ছাত্রছাত্রীদের জানাতে হবে। কারণ আজ যদি তারা প্রকৃত ইতিহাস জানতে না পারে, তাহলে আগামীতে তারা বিভ্রান্ত হবে। তারাই তো দেশের ভবিষ্যত। একথা মনে রেখে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। একুশ শতক সবার কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসছে। সুতরাং এখন থেকে সবাইকে তৈরি হতে হবে। শুধুমাত্র লেখাপড়া করে শহরে চাকরি-বাকরি করবে– এ শিক্ষা দেশের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না। তিনি স্কুলের আঙ্গিনায়, মাঠে ফলজ গাছ লাগানোর ব্যাপারে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে গাছ লাগানো ও পরিচর্যার জন্য স্কুল কমিটি পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে পারে।

দেশে সকল ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, অগ্রগতির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি তা বলে শেষ করা যাবে না। দেশে শিক্ষার ভিত যত মজবুত হবে, উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে তত জোরালোভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সেজন্যই শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের দিতে হবে সর্ববিধ গুরুত্ব। দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ আজও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বহু মানুষ অক্ষরজ্ঞানশূন্য। আজও অগণিত শিশু স্কুলে যায় না, যাওয়ার সুযোগ নেই তাদের। যারা স্কুলে যায়, তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক শিশু লেখাপড়া শেষ করার আগেই ঝরে যায় মাঝপথে। বিপুলসংখ্যক বয়স্ক মানুষও অক্ষরজ্ঞানহীন। এইসব মানুষকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা, প্রতিটি শিশুর জন্য লেখাপড়া নিশ্চিত করা জাতীয় স্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ। একথা ঠিক, অতীতের তুলনায় দেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়েছে, প্রতিবছর বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হচ্ছে,